সংবাদ

তারিখ ২৭।৫।৮৯

098

423

নারায়ণগঞ্জে গুলীবর্ষণ ঘটনার প্রশাসনিক তদন্ত চলছেঃ প্রেসনোট

স্বরাষ্ট্র মন্ত্রণালয় সোমবার রাতে জানিয়েছে, নারায়ণগঞ্জে এইচ,এস,সি পরীক্ষা কেন্দ্রে হাঙ্গামা ও গুলীবর্ষণের ঘটনার প্রশাসনিক তদন্ত চলছে।

স্বরাষ্ট্র মন্ত্রণালয়ের এক প্রেস-নোটে বলা হয়, সরকার দুঃখের সাথে জানতে পেরেছেন যে, তোলারাম কলেজে একদল উচ্ছৃংখল জনতার বেআইনী সমাবেশ ছত্রভঙ্গ করতে এবং কর্তব্যরত ম্যাজিষ্ট্রেট, পুলিশ ও এইচ, এস, সি পরীক্ষা পরিচালনা কারী শিক্ষকদের প্রাণরক্ষার্থে সোমবার প্রায় ১১টা ৪৫ মিনিটে নারায়ণগঞ্জে পুলিশকে গুলীবর্ষণ করতে হয়। গুলীবর্ষণের ফলে একজন নিহত ও ১০ জন আহত হয়। যেসব ঘটনা ও অবস্থার প্রেক্ষিতে এই গুলীবর্ষণ করা হয় তা নিম্নরূপ।

পরীক্ষা কেন্দ্রে গোলযোগের আশংকা করে গত ২৪শে মে নারায়ণগঞ্জ মহিলা কলেজ ও সরকারী তোলারাম কলেজ যেখানে এইচ,এস,সি পরীক্ষা কেন্দ্র স্থাপন করা হয়েছে, সেখানে কলেজ দু'টোর ২০০ গজের মধ্যে বে-আইনী সমাবেশ নিষিদ্ধ করে ফৌজদারী কার্য-বিধির ১৪৪ ধারার অধীনে বিভিন্ন আদেশ জারি-করা হয়। এর আগে সরকারী তোলারাম কলেজের নবনির্বাচিত ছাত্র সংসদ, যারা বাংলাদেশ ছাত্রলীগে (কাদের-চুন্নু) সদস্য তারা প্রায় ৪০০ পরীক্ষার্থী ও বহিরাগতদের সাথে একত্রিত হয়ে পরীক্ষা চলাকালীন সময়ে ছাত্র নেতাদের পরীক্ষার হল ও ক্যাম্পাসে উপস্থিতি দাবী করে। কর্তৃপক্ষ তাদের এ দাবী অগ্রাহ্য করেন।

২৫শে মে বেলা প্রায় ৯টা ৪৫ মিনিটে নারায়ণগঞ্জ তোলারাম কলেজের পরীক্ষা কেন্দ্রে কলেজ ছাত্র সংসদের নব-নির্বাচিত কয়েকজন কর্মকর্তাসহ কিছুসংখ্যক বহিরাগত অধ্যক্ষের অফিসে সমবেত হয় এবং ছাত্র সংসদের সদস্য ও অন্যান্য ছাত্র নেতাকে পরীক্ষা চলাকালীন সময়ে কেন্দ্রের অভ্যন্তরে থাকতে দেয়ার দাবী জানায়। তারা পুলিশবাহিনী প্রত্যাহারেরও দাবী জানায়। সুষ্ঠুভাবে পরীক্ষা পরিচালনা এবং ফৌজদারী কার্যবিধির ১৪৪ ধারার অধীতে জারীকৃত নির্দেশাবলী প্রয়োগ করতে এ বাহিনী মোতায়েন করা হয়েছিল। স্থানীয় কর্তৃপক্ষ ২৪শে মে রাত থেকে তোলারাম কলেজ ও নারায়ণগঞ্জ মহিলা কলেজ প্রাঙ্গণের ২০০ গজ পরিধির মধ্যে বেআইনী সমাবেশ নিষিদ্ধ করে পূর্বাহ্নে এসব নির্দেশ জারি করেন। স্বভাবতঃই কর্তৃপক্ষ উপরোক্ত বেআইনী দাবীর নিকট নতি স্বীকার করেননি।

প্রায় ১০টা ৪০ মিনিটে একটি উত্তরপত্র বহিরাগতদের কাছে চালান করা হয়েছে--এই খবর পেয়ে অধ্যক্ষের কাছে উপস্থিত মহকুমা প্রশাসক ও মহকুমা পুলিশ অফিসার উত্তর পত্রটি উদ্ধারের জন্য পুলিশসহ কলেজ ভবনের দক্ষিণ পশ্চিম এলাকায় উপস্থিত হন। ঐ সময়ের মধ্যে উচ্ছৃংখল লোকের সংখ্যা প্রায় দু'হাজারে উন্নীত হয় এবং তারা চারদিক থেকে ইট-পাটকেল নিক্ষেপ শুরু করে। এসডিও এবং এসডিপিও প্রথমে হেইলারের সাহায্যে তাদের সতর্ক করে দেন। কিন্তু উচ্ছৃংখল লোকেরা এতে কান দেয় না, বরং কর্তব্যরত ম্যাজিষ্ট্রেট ও পুলিশের উপর ইট-পাটকেল নিক্ষেপের মাত্রা আরও বাড়িয়ে দেয়। এর ফলে ২০ জন কনেষ্টবল আহত হয়। উচ্ছৃংখল লোকেরা লাঠি ও অন্যান্য মারাত্মক অস্ত্রশস্ত্র নিয়ে পুলিশের দিকে ছুটে আসে। এদের ছত্রভঙ্গ করতে পুলিশ প্রথমে লাঠিচার্জ করে এবং পরে কয়েকটি কাঁদানে গ্যাস সেল নিক্ষেপ করে। পরীক্ষার্থীরাও উচ্ছৃংখল হয়ে পড়ে। তারা চেয়ার-টেবিল প্রভৃতি ভেঙ্গে ফেলে এবং কর্তব্যরত ম্যাজিষ্ট্রেট ও পুলিশের উপর হামলা চালায়।

বহিরাগতরাও পরীক্ষার্থীদের সাথে হাত মেলায় এবং কলেজ গেটে গ্রেনেড নিক্ষেপ করে। এই পর্যায়ে তারা কর্তব্যরত পুলিশ ও ম্যাজিষ্ট্রেটের দিকে এসিডের বোতল নিক্ষেপ করতে শুরু করে। কলেজ ল্যাবরেটরী থেকে তারা এগুলো সংগ্রহ করে। এর ফলে এসডিপিও, একজন ম্যাজিষ্ট্রেট, একজন পুলিশ ইন্সপেক্টর এবং আরও ৪০ জন পুলিশ এসিডে গুরুতরভাবে আহত হন। কলেজের বাংলা বিভাগের প্রধানের ঘাড়ে একজন ছাত্র লাঠি দিয়ে আঘাত করে। ফলে তিনি গুরুতরভাবে আহত হন। উচ্ছৃংখল লোকেরা অধ্যক্ষের কক্ষে হামলা চালায়। এই পর্যায়ে হাতাহাতি সংঘর্ষে ক্ষিপ্ত লোকেরা কর্তব্যরত দু'জন কনেষ্টবলের দু'টি রাইফেল ছিনিয়ে নিয়ে যায়। মহকুমা প্রশাসকের বার বার সতর্ক করে দেয়া সত্ত্বেও লোকেরা ছত্রভঙ্গ না হয়ে বরং সমগ্র কলেজ ভবন তছনছ করে দেয়। তারা এসডিও এসডিপিও, পুলিশ বাহিনী ও কলেজ শিক্ষকদের উপর হামলা চালায়। এই প্রচেষ্টা ও সতর্কবাণী ব্যর্থ হলে মহকুমা ম্যাজিষ্ট্রেটের নির্দেশে পুলিশ গুলী চালায়। এরপর জনতা ছত্রভঙ্গ হয় এবং নিকটবর্তী মহিলা কলেজ উপকেন্দ্রে হামলা চালিয়ে কলেজের অধ্যক্ষ ও উপ-অধ্যক্ষের কক্ষ তছনছ করে দেয়। তারা মহিলা পরীক্ষার্থী-দের জোর করে কেন্দ্র থেকে বের করে দেয়। সে সময় পরীক্ষার্থীরা ভয়ে আর্তচিৎকার করছিলেন। পুলিশের একটি বাহিনী দুষ্কৃত-কারীদের হাত থেকে মহিলা উপ-কেন্দ্রের পরীক্ষার্থীদের রক্ষা করে। আর একদল উচ্ছৃংখল লোক স্থানীয় সোনালী ব্যাংকের প্রধান শাখায়ও হামলা চালায়। এখানে এইচ, এস, সি পরীক্ষার গোপন কাগজপত্র সংরক্ষণ করা হয়।

এই ঘটনার সাথে জড়িত থাকার অভিযোগে পুলিশ এ পর্যন্ত ৩৬ জনকে গ্রেফতার করেছে। ঢাকার জেলা প্রশাসক ও অন্যান্য কর্মকর্তা সারাদিন নারায়ণগঞ্জ শহরে অবস্থান করেন। পরিস্থিতি এখন সম্পূর্ণ নিয়ন্ত্রণে। ঘটনা সম্পর্কে প্রশাসনিক তদন্ত চলছে।